2.4.9. শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা (Role of Motivation in Learning)

প্রেষণা শিখন প্রক্রিয়াতে বিভিন্নভাবে কাজ করে। এগুলি হল—

1. **প্রেষণা ব্যক্তির কর্মে উদ্যম বা শক্তি জোগায়:** প্রত্যেক আচরণের জন্য প্রয়োজন উদ্যমের। প্রেষণার মাধ্যমে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ উদ্যমকে জাগানো প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে উদ্যম সৃষ্টির জন্য শাস্তি, প্রশংসা, নিন্দা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উদ্‌বোধক ব্যবহার করা হয়। এইসব উদ্‌বোধকগুলি স্থায়ীভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্যম সৃষ্টি করতে পারে না। শিক্ষণীয় বিষয়কে যদি বিভিন্নভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তবে তা উদ্‌বোধকের কাজ করে শিক্ষার্থীদের স্থায়ী প্রেষণা সৃষ্টি করে।
2. **আচরণের প্রকৃতি নির্বাচন করা:** আমাদের আচরণের প্রকৃতি নির্বাচনধর্মী। এই নির্বাচনমূলক আচরণের পশ্চাতে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের প্রেষণার বিভিন্নতা। যখন কোনো ক্লাসে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ দেবেন সেটিকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত, নতুবা বিভিন্ন শিক্ষার্থী তার আগ্রহ অনুযায়ী ওই পাঠের বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ দেবে এবং তার ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।
3. **প্রেষণা ও কাজ সম্পন্ন করা:** প্রেষণার ফলে মানুষ শুধু কাজে উদ্যোগী হয় তাই নয়, কাজটি যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। প্রেষণার দরুন মানুষ নিজের চেষ্টাতেই অনেক কাজ করে। বাধা এলেও তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য অন্যের সাহায্য নিতেও সে দ্বিধা বোধ করে না।

   শিক্ষাকে কার্যকর করতে হলে শিক্ষার্থীকে যেমন উদ্যোগী করতে হবে তেমনি তাকে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলেই শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা লক্ষ্যের উপযোগী হবে এবং অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় আচরণ করে সময় ও শ্রমের অপব্যয় করবে না। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য শিক্ষক, অভিভাবক ও সহকর্মীদের সাহায্য নেবে।
4. **প্রেষণা শিক্ষার্থীর শিখন কৌশলকেও প্রভাবিত করে:** প্রেষণার দরুন শিক্ষার্থীর কোনো কিছু শেখার জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পাঠকে অর্থপূর্ণভাবে শেখার সম্ভাবনা বাড়ে। **ডিউই**-র মতে শিক্ষার প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই যাতে শিক্ষার্থীর কাছে অর্থপূর্ণ হয় সেদিকে নজর দেওয়া শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য। শেখার সময় কেবলমাত্র যান্ত্রিক প্রচেষ্টা বা ভুল পদ্ধতিতে না শিখে শিক্ষার্থী যাতে অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য ও পরিচালনা করা শিক্ষকের কর্তব্য।
5. **প্রেষণা শিক্ষার্থীদের আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে:** কোনো বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে কেবল আচরণ করলেই চলবে না, সেই আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে উপযুক্ত লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায় এবং তা থেকে চাহিদার তৃপ্তি ঘটে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আচরণের মধ্য থেকে যাতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আচরণটি বেছে নিতে পারে সে সম্বন্ধে তাকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া।

যেমন তাকে প্রচেষ্টা করতে উৎসাহিত করবে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিতৃপ্তিও সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

2.4.10. প্রেষণাদানে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teachers in Providing Motivation)

প্রেষণাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা আগেই অবগত হয়েছি। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রেষণাদান করতে না পারলে শিখনের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতা পায় না। এইরূপ প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যে সমস্ত কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সঞ্চার করেন তা নীচে আলোচনা করা হল—

1. **শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠপরিকল্পনা:** শিক্ষার্থীরা শিখবে এবং শিক্ষক তাকে শিখতে সহায়তা করবেন এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু শিক্ষার্থীরা যা শিখতে চাইছে তা তাদের আগ্রহ, ক্ষমতা ও চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা তা বিচার করা প্রয়োজন। যদি কোনো বিষয়বস্তু তাদের আগ্রহ, ক্ষমতা বা চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হয় তাহলে সেই বিষয়বস্তু হৃদয়ংগম করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে দুরূহ। এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কোনোভাবেই পাঠে প্রেষিত হবে না। তাই শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ পরিচালনা করা।
2. **পূর্ব অভিজ্ঞতার সংযুক্তিকরণ:** পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক। এই পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের বর্তমান শিখনের একটি বড়ো ভিত্তি। শিখনীয় বিষয়বস্তু যদি পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হয় এবং পাঠে আগ্রহী হয়। তাই শিক্ষকমহাশয়কে যে-কোনো বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার সময় সর্বদাই পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন বিষয়বস্তুকে সংযুক্ত করতে হবে।
3. **আকর্ষণীয় শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার:** আকর্ষণীয় শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের প্রতি প্রেষণা সঞ্চার করে। শিক্ষকের একমুখী যোগাযোগ বা কেবলমাত্র বক্তৃতাদানের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন শিক্ষার্থীদের বিরক্তি ও একঘেয়েমিতা উৎপন্ন করে। পরিবর্তে তিনি যদি দৃশ্য-শ্রাব্য প্রদীপন (Audio-Visual aids), মডেল, ছবি বা নমুনার সাহায্যে পাঠ উপস্থাপন করেন তাহলে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং শিখনের প্রতি প্রেষণার সঞ্চার ঘটে।
4. **শিখনের অগ্রগতির ফল সম্বন্ধে ধারণা:** শিখনের অগ্রগতির ফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ওয়াকিবহাল হলে তাদের মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার ঘটে। থর্নডাইকের